আজকের কাগজ

তারিখ 04 OCT 1992 পৃষ্ঠা 8 কলাম ...

অভিমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

গত ১ অক্টোবর '৯২ তারিখে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনিই সরকার প্রধান যিনি সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানদের মধ্যে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রধান অতিথি হিসেবে এলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস তাঁকে আততায়ীর গুলিতে ঐ দিনই মর্মান্তিকভাবে নিহত হতে হয়েছিল।

দেশে বর্তমানে আগের তুলনায় অধিকতর গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজমান। গণতান্ত্রিক সরকারের সরকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসবেন, এটাইতো স্বাভাবিক, কিন্তু তারপরেও প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে তাঁর উপস্থিতিতেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসে, গণতান্ত্রিক সরকার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসলে ছাত্ররা বিক্ষোভ করবে কেন? হ্যাঁ, এ প্রশ্ন আজ সকলের মনে। এখন সময় এসেছে এ প্রশ্ন খতিয়ে দেখার। তাহলে কি গণতান্ত্রিক সরকার তথা সরকার প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের আপামর ছাত্র সমাজের কথা ভুলে গেছেন? তাঁরা কি ভুলে গেছেন ছাত্র সমাজের অপরিসীম ত্যাগের কথা? বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে দেশের ছাত্র সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, তারই ফসল বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার। এ আন্দোলনে প্রধান নেতৃত্ব ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চির সংগ্রামী ছাত্র সমাজ।

প্রধানমন্ত্রীর আগমনের বিরোধিতা করেনি কোনো ছাত্র সংগঠন। আগমনকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রসমাজের দশ দফা বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছিল। এ পর্যায়ে দাবি জানিয়ে ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই), গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য, জাগপা সমর্থিত ছাত্রলীগসহ অপরাপর প্রগতিশীল সংগঠন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেনি।

ছাত্রসমাজের দশ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ও দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করতে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠিত হয়েছিল। স্বৈরশাসনের অবসান ঘটার পর সরকার গঠন-উত্তোর সময়ে ছাত্র ঐক্য ভেঙ্গে যায়। কিন্তু দশ দফা দাবির কথা কেউ কেউ ভুলে গেলেও সবাই ভুলে যায়নি বা কখনই ভুলে যাবে না।

সত্যিকার অর্থের গণতান্ত্রিক সরকারের সরকার প্রধান দেশের যত্রতত্র গমন করতে পারেন কড়া নিরাপত্তা ছাড়া। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে তার উল্টোটাই প্রমাণ হয়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে তিনি এসেছিলেন। শ' শ' পুলিশ, বিডিআর ও গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। অনুষ্ঠানে যোগদান করা দূরে থাক নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সাধারণ ছাত্রদের প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি।

তিনি যদি গণতান্ত্রিক দেশেরই সরকার প্রধান হবেন তাহলে তাঁর এতো ভয় কেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে বর্তমান মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। সেই ছাত্রদের আজ তিনি এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে।

ছাত্র সমাজের অভিযোগ দশ দফা দাবি আজও সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হয়নি। শহীদ ছাত্রদের রক্তের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান সরকার। ছাত্রদের দাবী বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন সর্বাগ্রে। যদি তা না হয় তাহলে শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানী করা হবে। ক্যাম্পাসে প্রধান অতিথির উপস্থিত থাকাকালীন সময়ে বোমা বিস্ফোরণ, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, এসব হয়েছে, ছাত্ররা এসব কেন করেছে? দশ দফা বাস্তবায়ন করার জন্যে সরকারের টনক নড়াতে এসব করা ছাড়া তাদের কোনো উপায় ছিল না বলে?

এ কথা স্পষ্ট দিবালোকের মতো সত্য যে, সরকার দশ দফা দাবিকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন। আংশিক পূরণ হলেও সম্পূর্ণরূপে দশ দফার বাস্তবায়ন হয়নি। এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা জরুরী। পত্রিকান্তরে প্রকাশ মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় অকপটে স্বীকার করেছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের অগ্রভাগে পাওয়া গিয়েছিল। দেশের নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আসে এসত্যও তিনি স্বীকার করেছেন। শিক্ষা ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সন্ত্রাস নির্মূলের আহ্বান জানিয়েছেন, এও অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী ছাত্র সমাজের ন্যায় সঙ্গত দশ দফা দাবি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের ঘোষণা দেননি, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তিনি এড়িয়ে গেলেন। অথচ তাঁর আগমন উপলক্ষে ছাত্র সমাজের প্রধান দাবি ছিল দশ দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন। সকলের প্রত্যাশা ছিল তিনি হয়ত এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। কিন্তু সে প্রত্যাশা পদদলিত হয়েছে। ছাত্র সমাজ ধীরে ধীরে বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এটা মনে রাখা উচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্ররা সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে না। প্রয়োজনে দশ দফার বাস্তবায়নের জন্যে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে।

উপসংহারে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আসুন দশ দফার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সকল প্রকার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাই। তাহলে ছাত্র সমাজও যেমন উপকৃত হবে তেমন শ্রদ্ধাভাজন হবেন বর্তমান সরকার।

অরুণ কান্তিগুহ লিটন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

18